আমাদের সময়

তারিখ 17 JAN ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চশিক্ষায় অশনিসংকেত

আজ থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট

সানাউল্ল হক সানী ●

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ বিভাগেরই ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। অনেক বিভাগে পরীক্ষা শেষ হওয়ায় নতুন ক্লাস শুরুর অপেক্ষায় শিক্ষার্থীরা। নতুন সেশনে ভর্তি শিক্ষার্থীদেরও ক্লাস শুরু হয়নি। সবাই দিন গুনছে নতুন ক্লাস শুরু হওয়ার। এর মধ্যে শিক্ষকদের আন্দোলন। শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের মধ্য শঙ্কা-উদ্বেগ। এ কোনো ছাত্র সংগঠনের ধর্মঘট নয়। বেতন স্কেলে, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড পরিবর্তনের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের টানা ধর্মঘট। এর মধ্যে শুধু ফাইনাল পরীক্ষা ছাড়া অন্য সব ক্লাস, পরীক্ষাসহ সান্ধ্যকালীন কোর্সগুলোর কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো রেওয়াজ সেশনজটে পড়ার আশঙ্কা করছেন সবাই। দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন স্কেল পরিবর্তনের দাবিতে আজ থেকে টানা ধর্মঘটে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। গত ২ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে টানা তিন ঘণ্টা বৈঠক করে কালোব্যাজ ধারণ, দুই ঘণ্টা কর্মবিরতিসহ ১১ জানুয়ারি থেকে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন।

জানা গেছে, সরকারি চাকরিতে ২০টি গ্রেড রয়েছে। এতদিন সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল থাকার কারণে পদোন্নতি না পেলেও অনেকে উচ্চতর গ্রেডে যেতে পারতেন। কিন্তু নতুন বেতন স্কেলে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাদ দিয়ে চাকরির ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উচ্চতর গ্রেডে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আন্দোলনরত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা জানান, নতুন বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড তুলে দেওয়ায় সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেড ১-এ যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এজন্য তারা সপ্তম জাতীয় বেতন স্কেলের অনুরূপ সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহালসহ অন্য সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখার দাবি জানিয়ে আসছেন। এছাড়া অষ্টম বেতন স্কেলে সিনিয়র সচিবের যে স্থান রাখা হয়েছে, সেই স্থানে গ্রেড-১ প্রাপ্ত অধ্যাপকদের মধ্য থেকে একটি অংশকে শতকরা হারে উন্নীত করা, সরকারি কর্মকর্তাদের অনুরূপ গাড়ি এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ২

উচ্চশিক্ষায় অশনিসংকেত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ও অন্যান্য সুবিধা শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও নিশ্চিত করা, সরকার ও বিদেশি দাতা সংস্থাগুলোর প্রদত্ত উচ্চশিক্ষা বৃত্তি তরুণ শিক্ষকদের জন্য নিশ্চিত করার দাবিতে আন্দোলন করছেন। যদিও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও গ্রেড-১ ও গ্রেড ২-এ যাওয়ার সুযোগ পাবেন, তবে সেই সংখ্যা আগের তুলনায় কমবে।

এদিকে নতুন বেতন স্কেল ঘোষণার পর আন্দোলন করছেন সরকারি কলেজের শিক্ষকরা। এরই মধ্যে তারা কর্মবিরতি পালন করেছেন। নতুন করে বড় ধরনের কর্মসূচি ঘোষণার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। ফলে সরকারি কলেজগুলোতেও নতুন করে অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। জানা যায়, নতুন প্রজ্ঞাপনে সরকারি কলেজের শিক্ষকরা (বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা) চতুর্থ গ্রেড থেকেই অবসরে যাবেন। এতদিন ৫০ শতাংশ অধ্যাপক সিলেকশন গ্রেড পেয়ে গ্রেড ৩-এ যেতে পারতেন। নিয়োগবিধি ও পদোন্নতি বিধিমালা সংশোধন করে সরকারি কলেজের শিক্ষকদেরও আগের মতো গ্রেড ৩-এ যাওয়ার সুযোগ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। তবে কলেজ শিক্ষকরা বলছেন, এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে।

এদিকে আজ থেকে ক্যাম্পাসে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে সাধারণ শিক্ষার্থীরা রয়েছেন উৎকণ্ঠায়। তারা বলেন, বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে নিলে এত দূর গড়াত না। অনেক দিন ধরেই শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল পরিবর্তনের দাবিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রাইসুল ইসলাম বলেন, ক্যাম্পাস বন্ধ থাক আমরা চাই না। শিক্ষক ও সরকারের মধ্যে একটা সম্মানজনক সমাধান চাই। শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করে আসছেন। আরও আগে বিষয়টির সমাধান হওয়া উচিত ছিল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী আসিফ আল আজাদ বলেন, শিক্ষকদের আন্দোলন অবশ্যই যৌক্তিক। তবে শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে কোনো সমাধান আসবে না। তাই অতিদ্রুত সরকারকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। এ পর্যায়ে পিছিয়ে আসার সুযোগ নেই বলে মনে করেন শিক্ষক আন্দোলনের নেতারাও। তাদের দাবি, অতীতে বিভিন্নভাবে আমরা এই সমস্যার সমাধান চেয়েছি। কিন্তু কেউই এগিয়ে আসেনি। তাই আমরা বাধ্য হয়ে বৃহৎ কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। তারা বলছেন, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে শিক্ষকদের। তাই সোমবার থেকে লাগাতার কর্মবিরতিতে যাওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, আমরা কর্মসূচি ঘোষণার পরও সরকারের কোনো মহল থেকে আমাদের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ করা হয়নি। আমরা আশ্বাসে বিশ্বাসী নই। বাস্তবায়ন চাই। এ অবস্থায় লাগাতার কর্মবিরতি ছাড়া আমাদের বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, গত আট মাস ধরে বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের দাবি-দাওয়া ও আপত্তির জায়গাটা স্পষ্ট করেছি। শিক্ষার্থীদের যাতে কোনো ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থেকেই নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচি পালন করেছি। কিন্তু এখন আমাদের কর্মসূচির ফলে শিক্ষার্থীরা যদি বিপাকে পড়েন তার দায় আমাদের নয়, যারা মন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতির তোয়াক্কা না করে পরিপত্র জারি করেছেন তাদের।

জানা যায়, অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামো ঘোষণার পর থেকেই বেতন কাঠামোতে শিক্ষকদের মর্যাদা 'অবনমনের' প্রতিবাদ ও স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন এবং সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহাল রাখাসহ চার দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। শুরুতে মানববন্ধন, অবস্থান কর্মসূচি, বক্তব্য-বিবৃতি ও কর্মবিরতি পালন করেন তারা। এমনকি গত ৮ সেপ্টেম্বর পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেন সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

এরপর অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে শিক্ষক প্রতিনিধিরা দেখা করলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তাদের দাবির ব্যাপারটি পর্যালোচনার আশ্বাস দেন। সরকারের পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রীকে প্রধান করে বেতন বৈষম্য নিরসন কমিটি গঠিত হয়। এরপর গত বছর ১৫ ডিসেম্বর পে স্কেলের চূড়ান্ত গেজেটে শিক্ষকদের চার দফা দাবির কোনো প্রতিফলন ঘটেনি এমন অভিযোগ এনে ১১ জানুয়ারি থেকে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন।